পার্টিশন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা প্রকল্প

সেন্টার ফর ল্যাঙ্গুয়েজ, ট্রান্সলেশন্ এন্ড কালচারাল স্টাডিজ

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

ও

ইংলিশ ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা, বাংলাদেশ

আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র ও কর্মশালা -১

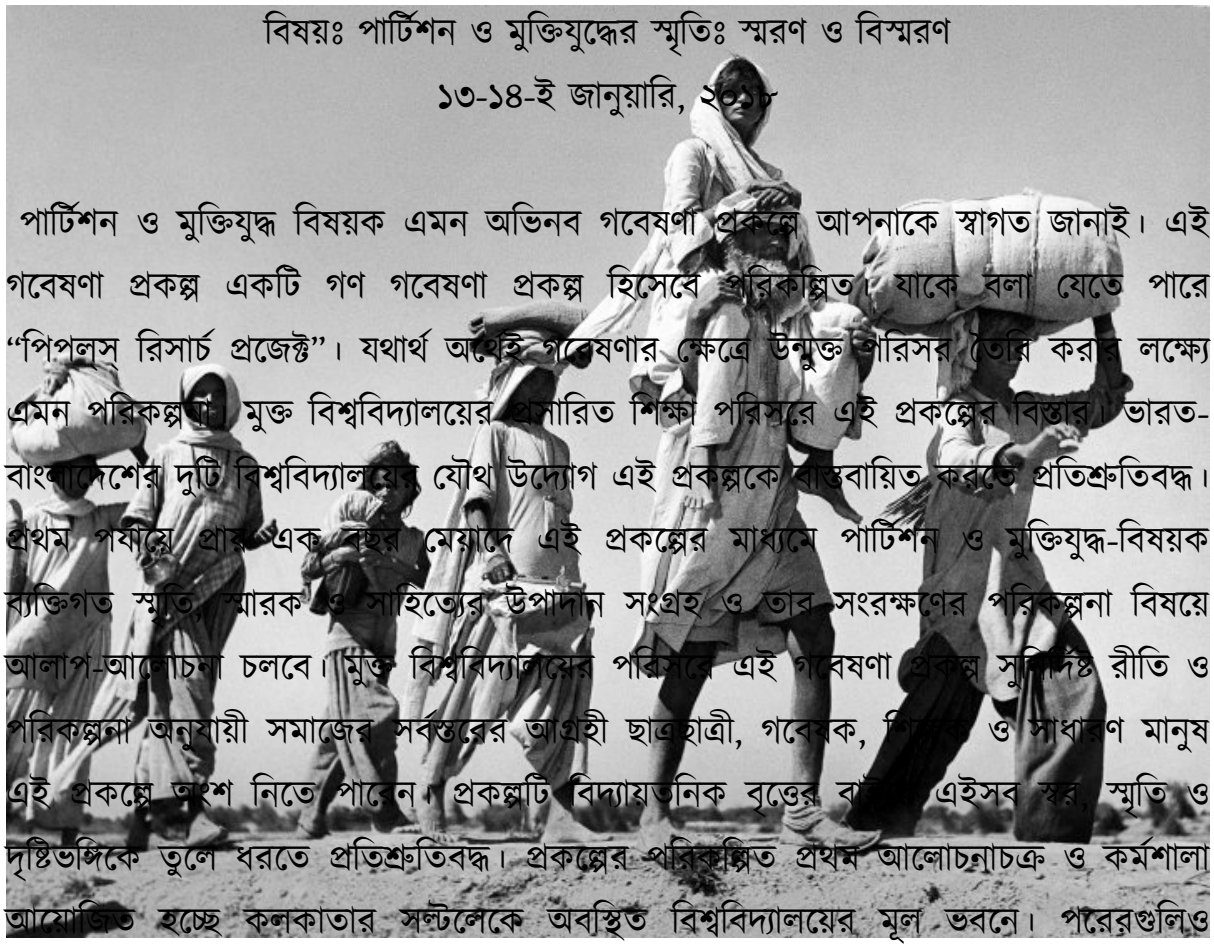

বিষয়ঃ পার্টিশন ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিঃ স্মরণ ও বিস্মরণ

১৩-১৪-ই জানুয়ারি, ২০১৮

পার্টিশন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক এমন অভিনব গবেষণা প্রকল্পে আপনাকে স্বাগত জানাই। এই গবেষণা প্রকল্প একটি গণ গবেষণা প্রকল্প হিসেবে পরিকল্পিত। যাকে বলা যেতে পারে "পিপলস্ রিসার্চ প্রজেক্ট"। যথার্থ অর্থেই গবেষণার ক্ষেত্রে উন্মুক্ত পরিসর তৈরি করার লক্ষ্যে এমন পরিকল্পনা। মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসারিত শিক্ষা পরিসরে এই প্রকল্পের বিস্তার। ভারত-বাংলাদেশের দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগ এই প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রথম পর্যায়ে প্রায় এক বছর মেয়াদে এই প্রকল্পের মাধ্যমে পার্টিশন ও মুক্তিযুদ্ধ-বিষয়ক ব্যক্তিগত স্মৃতি, স্মারক ও সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ ও তার সংরক্ষণের পরিকল্পনা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চলবে। মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসরে এই গবেষণা প্রকল্প সুনির্দিষ্ট রীতি ও পরিকল্পনা অনুযায়ী সমাজের সর্বস্তরের আগ্রহী ছাত্রছাত্রী, গবেষক, শিক্ষক ও সাধারণ মানুষ এই প্রকল্পে অংশ নিতে পারেন। প্রকল্পটি বিদ্যায়তনিক বৃত্তের বাইরে এইসব স্বর, স্মৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রকল্পের পরিকল্পিত প্রথম আলোচনাচক্র ও কর্মশালা আয়োজিত হচ্ছে কলকাতার সল্টলেকে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ভবনে। পরেরগুলিও নির্দিষ্ট সময়ে ঘোষণা করা হবে। প্রকল্পটি সম্পর্কে বিস্তারিত পাওয়া যাবে ওয়েবসাইটে www.cltcsnsou.in

বিষয়ভিত্তিক প্রস্তাবনাঃ

পার্টিশন স্মৃতি ও সাহিত্য বিষয়ক যৌথ গবেষণা প্রকল্পের প্রথম আলোচনাচক্র ও কর্মশালা আগামী ১৩ ও ১৪-ই জানুয়ারি কলকাতায় অনুষ্ঠিত হবে। আলোচনাচক্র ও কর্মশালাটি পার্টিশন

স্মৃতির প্রেক্ষিত ও পরিসর বিষয়ে আলোকপাত করবে। বাংলা-পার্টিশন এর ঐতিহাসিকতা ও তৎপরবর্তী বিভিন্ন ঘটনাক্রমের গুরুত্ব আলোচনার মধ্যে আসবে। ভারতীয় উপমহাদেশে মানববিদ্যা চর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে পার্টিশন কীভাবে দীর্ঘমেয়াদী পরিসরে প্রভাব বিস্তার করেছে এবং বাংলা ও ইংরাজি লেখালিখির জগতে জায়গা নিয়েছে সেসব বিষয়ে আলাপ-আলোচনা উপক্রমণিকা হিসেবে এখানে উত্থাপিত হবে।

যৌথ উদ্যোগের এই গবেষণা প্রকল্পটির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হ'ল পার্টিশন স্মৃতি ও ব্যক্তিক পরিসরে পার্টিশন-লেখালিখি সংগ্রহ করা। সুনির্দিষ্ট ও চিহ্নিত পরিসরে এই কাজ করা হবে—বিভাজিত জাতীয় সীমান্তের দু'পাশে। আগ্রহী গবেষকরা এই সংগ্রহ ও সংরক্ষণের প্রাথমিক পর্বের কাজ করবেন। আলোচনাচক্রটির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের নিবন্ধীকৃত ও নির্বাচিত বিভিন্ন গবেষকের সামনে এই প্রকল্প তুলে ধরবে তার প্রত্যাশা ও কাজের পরিকল্পনা।

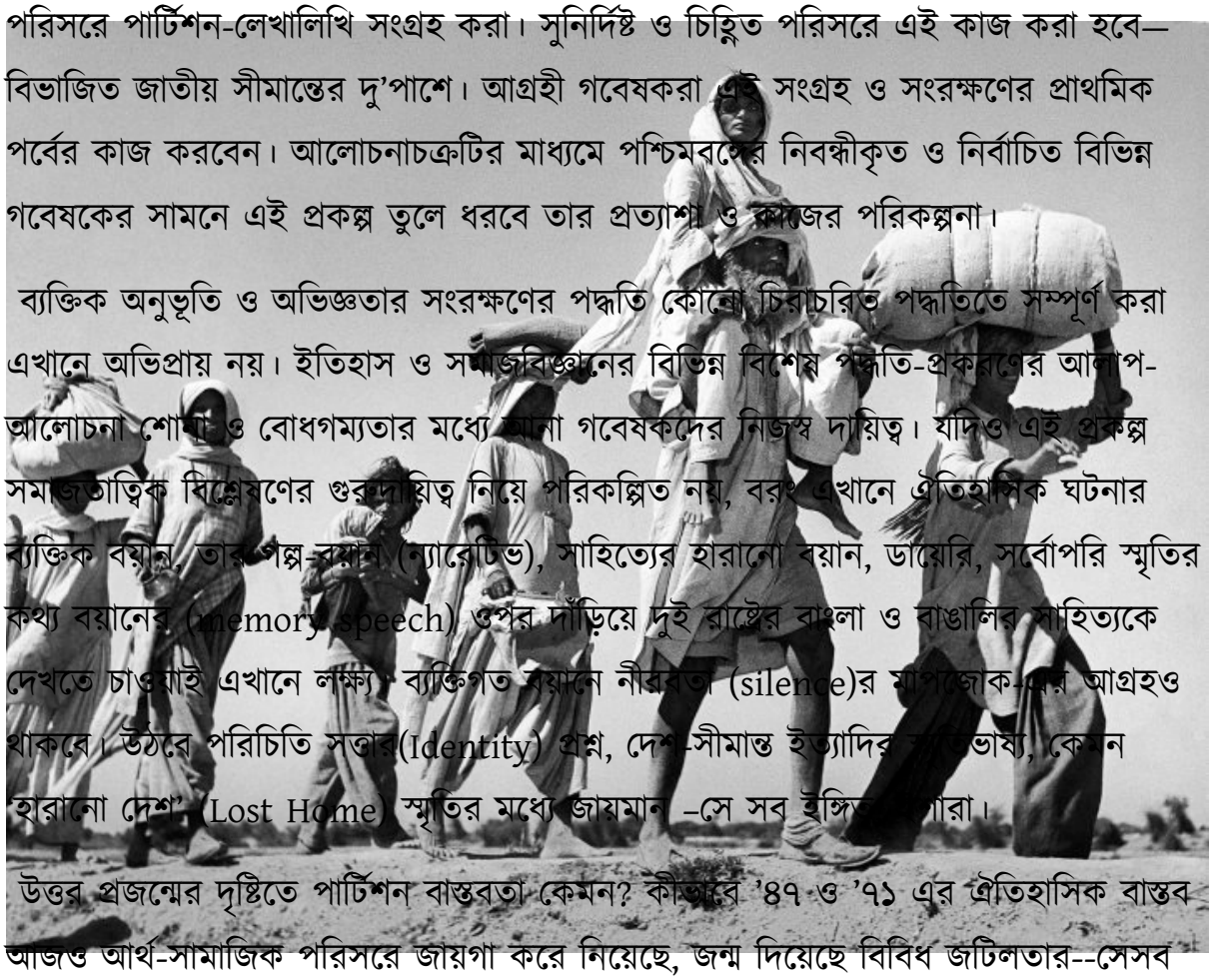

ব্যক্তিক অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার সংরক্ষণের পদ্ধতি কোনো চিরাচরিত পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ করা এখানে অভিপ্রায় নয়। ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিশেষ পদ্ধতি-প্রকরণের আলাপ-আলোচনা শোনা ও বোধগম্যতার মধ্যে আনা গবেষকদের নিজস্ব দায়িত্ব। যদিও এই প্রকল্প সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের গুরুদায়িত্ব নিয়ে পরিকল্পিত নয়, বরং এখানে ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যক্তিক বয়ান, তার গল্প-বয়ান (ন্যারেটিভ), সাহিত্যের হারানো বয়ান, ডায়েরি, সর্বোপরি স্মৃতির কথ্য বয়ানের (memory-speech) ওপর দাঁড়িয়ে দুই রাষ্ট্রের বাংলা ও বাঙালির সাহিত্যকে দেখতে চাওয়াই এখানে লক্ষ্য। ব্যক্তিগত বয়ানে নীরবতা (silence)র মাপজোক-এর আগ্রহও থাকবে। উঠবে পরিচিতি সত্তার(Identity) প্রশ্ন, দেশ-সীমান্ত ইত্যাদির প্রতিভাষ্য, কেমন 'হারানো দেশ' (Lost Home) স্মৃতির মধ্যে জায়মান –সে সব ইঙ্গিত দেবে তারা।

উত্তর প্রজন্মের দৃষ্টিতে পার্টিশন বাস্তবতা কেমন? কীভাবে '৪৭ ও '৭১ এর ঐতিহাসিক বাস্তব আজও আর্থ-সামাজিক পরিসরে জায়গা করে নিয়েছে, জন্ম দিয়েছে বিবিধ জটিলতার--সেসব নিয়ে এই প্রকল্প আগ্রহী। উত্তর প্রজন্মের চোখে পার্টিশন ও তার রচিত সাহিত্যে কীভাবে সেই পার্টিশনের আবহ ফিরে আসছে তা নিয়ে আলোচনার যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে।

পার্টিশনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, উদ্বাস্তু আগমন ও উদ্বাসনের ইতিবৃত্ত বহুমাত্রিক। এসবের ডকুমেন্টেশনের কোনো শেষ নেই। এই ডকুমেন্টেশনের কাজে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে পার্টিশন অভিজ্ঞতার স্মৃতি-সংরক্ষণ। বিশেষত নয়ের দশকের মাঝামাঝি থেকে এই বিষয়টি

নিয়ে গবেষক ও আগ্রহীমহলে নতুন করে নাড়াচাড়া শুরু হয়। ভারতবর্ষে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে পার্টিশনের বিধ্বংসী অতীত নতুন করে সামনে আনার প্রেক্ষাপট তৈরি হয়। তারপর দুটি দশকে এই ব্যক্তিক স্মৃতি (Personal memory) সংগৃহিত হয়েছে নানাভাবে, ডিজিট্যাল্ সংরক্ষণ, সাক্ষাৎকারের অনুলিপি প্রকাশ, ব্যক্তিগত স্মৃতিমূলক লেখালিখির একটি পরিসর দুই বাংলাতেই তৈরি হয়েছে। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় গুলির 'সাউথ্ এশিয়ান স্টাডিজ্' এর অন্তর্গত বিদ্যায়তনিক চর্চার পরিসরে সেই সংরক্ষণ ভিন্ন মাত্রা লাভ করেছে। বেশ কিছু প্রয়াস আছে ব্যক্তিগত স্তরে এবং বেসরকারি স্তরে। মোটের ওপর এসব স্মৃতি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে গুরুত্ব পেয়েছে নাগরিক প্রতিবেশ (মূলত শহরবাসী উচ্চ-মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিনিধিদের সংখ্যাধিক্য এধরনের সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে)। দ্বিতীয়ত, জেলা ও জেলা সদরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে, গ্রামাঞ্চলে পরিকল্পিত ও বলপূর্বক কোনো উদ্বাসনের (Forced migration) ক্ষেত্রেও পার্টিশন স্মৃতির একটি বিপুল পরিসর পড়ে আছে যেখানে দৃষ্টিক্ষেপ করা প্রয়োজন।

আলোচনার পরিসরঃ গবেষণাপত্রের সংক্ষিপ্তসার আহ্বান

গবেষণা প্রকল্প আয়োজিত প্রথম আলোচনাচক্রটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির গুলির ওপর আলোকপাত করতে চায়।

১। ১৯৪৭এর বাংলা-পার্টিশন ও ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ব্যক্তিগত স্মৃতি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও তার বাস্তবতা

২।পার্টিশন স্মৃতি সংরক্ষণের বিভিন্ন প্রকল্প ও উদ্যোগ

৩। দেশভাগের সীমান্তরেখা ও তার বিভ্রম

৪। অপ্রকাশিত ডায়েরি ও চিঠিপত্র (পার্টিশন-উদ্বাসন ও মুক্তিযুদ্ধ সমকালীন অভিজ্ঞতা)

৫। গ্রাম ও মফঃস্বলের উদ্বাসন অভিজ্ঞতা (উত্তর ২৪পরগনা, দক্ষিণ ২৪পরগনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুর, বর্ধমান, বীরভূম) ভিডিও/অডিও-টেপ সাক্ষাৎকার (সর্বোচ্চ ৩০মিনিট), সাক্ষাৎকার প্রার্থীর বয়স ন্যূনতম ৭০বছর।

৬। বিস্মৃত ও হারিয়ে যাওয়া পার্টিশন ও উদ্বাস্তু বিষয়ক গল্প-উপন্যাস-নাটক-কবিতা সংকলন; কলকাতার বাইরে প্রকাশিত গ্রন্থ;

৭। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিঃ পশ্চিমবঙ্গীয় প্রেক্ষাপট

৮। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের অভিঘাতঃ বাঙালির চেতনা

উপরোক্ত বিষয়গুলির ওপর আলোকপাত করে আলোচনাচক্র ও কর্মশালায় উপস্থাপন করার জন্য প্রবন্ধের সারসংক্ষেপ আহ্বান করা হচ্ছে। সারসংক্ষেপের শব্দসংখ্যা ৬০০-৭৫০ এর মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। সারসংক্ষেপ পাঠানো যাবে শুধুমাত্র বাংলা অভ্র সফট্ওয়ারে টাইপ করে নির্দিষ্ট ই-মেল মারফৎ।

সারসংক্ষেপের বয়ান হবে নিম্নরূপঃ

শিরোনাম(১৪পয়েন্ট), লেখকের নাম-প্রতিষ্ঠান-ঠিকানা-ই-মেল/দূরভাষ(১২ পয়েন্ট), লেখা(১২পয়েন্ট); বাংলা হলে অভ্রতে টাইপ করতে হবে, 'কালপুরুষ', 'বৃন্দা' ফন্টে। ইংরেজি হলে 'টাইমস্ নিউ রোমান' ফন্টে। কোনোভাবেই হস্তাক্ষরে প্রেরিত কোনো সারসংক্ষেপ উপস্থাপনের জন্য বিবেচিত হবে না। যদিও আগ্রহী যে-কোনো পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক/ প্রবাসী ভারতীয় তাঁদের লেখা পাঠাতে পারেন প্রকল্পটিকে সমৃদ্ধ করার জন্য। সেই লেখার যথাতথ স্বীকৃতি ও কৃতজ্ঞতা প্রকল্প স্বীকার করবে। সারসংক্ষেপে সূত্র ও টীকা / নোটস্ শেষে উল্লেখ করতে হবে। বিশদ গ্রন্থপঞ্জি প্রয়োজন নেই। সারসংক্ষেপ হবে মূল বক্তব্য কেন্দ্রিক। বক্তব্যের স্পষ্টতা প্রার্থনীয়।

মনোনীত সারসংক্ষেপ উপস্থাপনের জন্য বিবেচিত হলে ই-মেল করে জানানো হবে। প্রস্তুতি সহ ১০মিনিটের প্রবন্ধ উপস্থাপন করতে হবে। ২-৫মিনিট থাকবে শ্রোতাদের মতামত আদান-প্রদানের জন্য।

পরবর্তীতে আলোচনার মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে পূর্ণ দৈর্ঘের প্রবন্ধ পাঠাতে হবে। পূর্ণ দৈর্ঘ্যের প্রবন্ধ পাঠানোর সময়সূচি ই-মেল করে জানিয়ে দেওয়া হবে। সুনির্দিষ্ট রিভিউ প্রক্রিয়ার পর যথাতথ পরিমার্জন সাপেক্ষে তা গৃহিত হবে। মনে রাখতে হবে এই প্রকল্পটি মানবিকীবিদ্যার একটি নির্দিষ্ট এলাকায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে আগ্রহী। ২০১৮সালের শেষদিকে প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের সমাপ্তিতে দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ প্রকাশনা (ISBN সহ) হিসেবে মনোনীত প্রবন্ধটি বিস্তৃত প্রকল্প রিপোর্টের সঙ্গে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবে।

উপরোক্ত বিষয়গুলিতে নেওয়া সাক্ষাৎকারও আলোচনাচক্রে উপস্থাপন করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে ৩০মিনিটের অডিও/ভিডিও সাক্ষাৎকার টেপ জমা দিতে হবে অথবা নির্দিষ্ট জি-মেইল মারফৎ পাঠাতে হবে। সংযুক্ত করতে হবে সাক্ষাৎকার প্রার্থীর নাগরিকত্বের প্রমাণ ও সম্মতিপত্র। প্রদত্ত অডিও/ভিডিও টেপ নির্দিষ্ট এডিটিং-এর পর প্রকল্পের ডিজিট্যাল সংগ্রহে আপলোড করা হবে; সেক্ষেত্রে যথাতথ স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে প্রকল্প প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

উপস্থাপকের প্রস্তুত করা সাক্ষাৎকারের অনুলিপিও পরবর্তীতে নেওয়া হতে পারে। সাক্ষাৎকারটি কর্মশালায় উপস্থাপন জন্য আপনি সময় পাবেন ১০মিনিট। সেক্ষেত্রে নির্বাচিত অংশ সুনির্দিষ্টভাবে গুছিয়ে প্রস্তুতি নিতে হবে।

উপস্থাপনের জন্য ব্যক্তিগত সংগ্রহের আলোকচিত্রও বিবেচিত হবে। সেক্ষেত্রে ন্যূনতম ১২টি আলোকচিত্র জমা করতে হবে। সংযুক্ত করতে হবে প্রকল্পকে প্রদানের সম্মতিপত্র। আলোকচিত্র গুলিকে উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষাপটে বিচার্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। আলোকচিত্রগুলির শুধুমাত্র ডিজিট্যাল্ কপি প্রকল্প গ্রহণ করবে প্রদানকারীর সম্মতি সাপেক্ষে। গৃহিত আলোকচিত্র প্রকল্পের ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত হবে প্রদানকারীর যথাতথ স্বীকৃতি সহ।

সংক্ষিপ্তসার পাঠানোর শেষ দিনঃ ০৫/০১/২০১৮

মনোনীত সংক্ষিপ্তসার এর তালিকা প্রকাশঃ ৭/০১/২০১৮

রেজিস্টেশনের শেষ দিন: ১০/০১/১৭

ই-মেইলঃ cltcs.nsou@gmail.com মোবাইলঃ ৯৪৩৩২৭৪৮১৫, ৯৮৩০১২২১১৬

ওয়েবসাইটঃ www.cltcsnsou.in

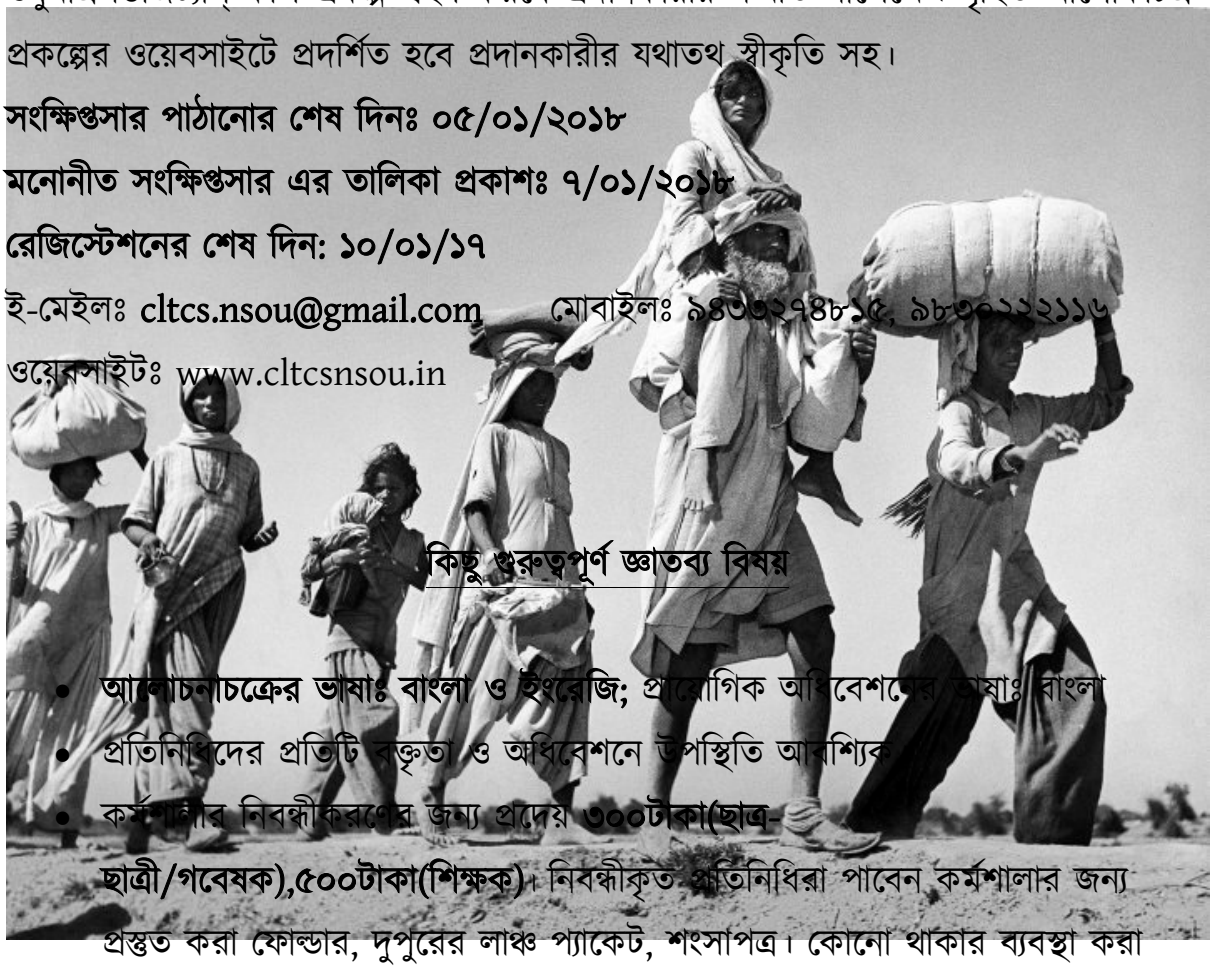

কিছু গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয়

- **আলোচনাচক্রের ভাষাঃ বাংলা ও ইংরেজি;** প্রায়োগিক অধিবেশনের ভাষাঃ বাংলা
- প্রতিনিধিদের প্রতিটি বক্তৃতা ও অধিবেশনে উপস্থিতি আবশ্যিক
- কর্মশালার নিবন্ধীকরণের জন্য প্রদেয় **৩০০টাকা(ছাত্র-ছাত্রী/গবেষক),৫০০টাকা(শিক্ষক)**। নিবন্ধীকৃত প্রতিনিধিরা পাবেন কর্মশালার জন্য প্রস্তুত করা ফোল্ডার, দুপুরের লাঞ্চ প্যাকেট, শংসাপত্র। কোনো থাকার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে না। কিন্তু দূরের প্রতিনিধিরা প্রয়োজনে যোগাযোগ করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে নিকটবর্তী হোটেল, গেস্ট-হাউসের ঠিকানা, ফোন নং দেওয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রতিনিধি সমস্ত ব্যয়ভার বহন করবেন।
- রেজিস্ট্রেশন করতে হলে ৭ই জানুয়ারির মধ্যে ই-মেইল করে জানাতে হবে। অন্যথায় আলোচনাচক্রের প্রথম দিন সকাল ৯.৩০টা-১১.৩০টা পর্যন্ত স্পট রেজিস্ট্রেশন করা যাবে। **স্পট্ রেজিস্ট্রেশনের অর্থমূল্য ৫০০টাকা**

- **রেজিস্ট্রেশনের জন্য ৫০০টাকার ডিমান্ড ড্রাফট্ কাটতে হবে "CLTCS-NSOU" payable at Kolkata**

  ডিমান্ড ড্রাফট্ ১০ই জানুয়ারির মধ্যে নিচের ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠাতে হবে অথবা জমা করতে হবে। মানি-ট্রান্সফার করা যেতে পারে (৫০০টাকা) নিম্নলিখিত একাউন্টেঃ (১০জানুয়ারির পূর্বে)

  Allahabad Bank Ac No: 50375446309 Branch Code: 1829

  Account Name: CLTCS-NSOU; IFSC: ALLA0211829

- **ডিমান্ড ড্রাফ্ট অথবা ব্যাঙ্কে মানি ট্রান্সফার করা অর্থ ফেরৎযোগ্য নয়।**
- আলোচনাচক্রেও কর্মশালায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক সমস্ত প্রতিনিধিদের পূর্বে প্রদত্ত নিদর্শটি পূরণ করা আবশ্যিক। রেজিস্ট্রেশন করা এবং দু'দিনের উপস্থিতি বাধ্যতা মূলক। উপস্থাপকদের শংসাপত্রে প্রবন্ধ শিরোনাম ও তাঁর প্রদত্ত তথ্যই উল্লিখিত থাকবে। যত্ন সহকারে ও সঠিকভাবে সেই তথ্য প্রদান উপস্থাপকের দায়িত্ব।
- পূর্বে প্রেরিত পূরণ করা নিদর্শের ভিত্তিতে আগ্রহী ও মনোনীত প্রতিনিধিরাই প্রথম প্রায়োগিক অধিবেশনে থাকতে পারবেন। অন্যথায় যোগাযোগ করে সেই নিদর্শ পূরণ করতে হবে ৫ই জানুয়ারির মধ্যে।
- প্রায়োগিক অধিবেশনে আলোচনা ও কাজের সুবিধার্থে প্রতিনিধিকে এন্ড্রয়েড্ মোবাইল ফোন সঙ্গে রাখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। হোয়াটসএপ্, মেসেঞ্জার ব্যবহার সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা প্রার্থনীয়।
- আলোচনাচক্র বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য পিপিটি প্রেজেন্টেশন/ পাওয়ার-পয়েন্ট প্রেসেন্টেশনকে উৎসাহিত করবে। উপস্থাপনের ডিজিট্যাল রূপ পূর্বে প্রেরিত হলে ব্যবস্থাপনার সুবিধা হবে।
- আলোচনাচক্রে প্রদত্ত সারসংক্ষেপ ও পরবর্তীতে পাঠানো প্রবন্ধের ডিজিট্যাল্ কপি অথবা মুদ্রণের সম্পূর্ণ সত্ত্ব প্রকল্প কর্তৃক সংরক্ষিত।
- অংশগ্রহণকারী আগ্রহীদের পরবর্তী কর্মশালা গুলিতেও এই প্রকল্প আহ্বান জানাতে চায়।
- এই গণ গবেষণা প্রকল্পের অন্তর্গত বিভিন্ন পরিকল্পনা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হবে। বয়স, শিক্ষা, পেশ নিরপেক্ষভাবে সকল আগ্রহীজনের সদর্থক মতামতকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে এগোবে এই প্রকল্প।

- সারসংক্ষেপের নির্বাচন সম্পূর্ণভাবে গবেষণা প্রকল্প ও সি এল টি সি এস এর সুনির্দিষ্ট কমিটির স্বাধীন দায়িত্ব। নিবন্ধীকরণ ও গবেষনা পত্র উপস্থাপনার বিষয়ে তাদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

যোগাযোগঃ ৯৮৩০২২২১১৬
৯৪৩৩২৭৪৮১৫
Cltcs.nsou@gmail.com